মৎস্য ও প্রাণী পালন

মৎস্য ও প্রাণীপালক বন্ধুদের উৎসাহিত করতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণের গ্রামীণ পত্রিকা

Murshidabad KVK

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা | অক্টোবর, ২০১৭ | আশ্বিন, ১৪২৪

উপাচার্য্যদের জাতীয় আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির যৌথ উদ্যোগে অষ্টম পরিকল্পনা রূপায়ণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আই টি সি সোনার বাংলা, কলকাতার পালা প্রেক্ষাগৃহে গত ১৯-২০ আগষ্ট, ২০১৭।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় ডঃ অমিত মিত্র মহাশয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী মাননীয় শ্রী পূর্ণেন্দু বসু, মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি বিষয়ক মুখ্য পরামর্শদাতা মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়, বিভাগীয় সচিব, কৃষিবিভাগ, ডঃ সঞ্জীব চোপড়া ও উপ-অধিকর্তা (শিক্ষা) ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান বিভাগ, নিউ দিল্লী। দুদিন ধরে চলা আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন দেশের ৪১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ। স্বাগত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস মহাশয় দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রশংসা করেন এবং ১৩৪ কোটি জনসংখ্যার খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের ভূমিকার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। দেশের খাদ্যসুরক্ষার পাশাপাশি কৃষক সমাজের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্র মহাশয় কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে কৃষকদের উন্নতির জন্য সমাজের সকলস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষিবিষয়ক নতুন প্রযুক্তি, কৃষকদের জন্য বার্ধক্যভাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বাজার প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী মাননীয় শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় তার ভাষণে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। তিনি ভূমির ব্যবহার ও বিচিত্র প্রযুক্তির সংহতিকরণ বিষয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ও জৈব কৃষি সংক্রান্ত ও ফসলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা, ডঃ এন. এস. রাঠোর, শ্রী প্রদীপ মজুমদার, ডঃ সঞ্জয় চোপড়া, ডঃ এম. সি. পটেল, ডঃ আর. পি. সিং ও ডঃ কে এম বুজারবরুয়া কৃষকদের উন্নতিসাধনে কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক শ্যামাসুন্দর দানা অনুষ্ঠানকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠান

কেশব ধারাঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ১৫ই জুন, ২০১৭ তারিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পদ্মশ্রী শ্রী তুষার কাঞ্জিলাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশবিদ্, লেখক এবং রাঙাবেলিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ঐ অনুষ্ঠানে ডি.এস.সি ডিগ্রীতে ভূষিত হন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী স্বপন দেবনাথ, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং শ্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস. কে. ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসব চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা ড. প্রদীপ মজুমদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৭৭ জন ছাত্রছাত্রী স্নাতক, ৬৫ জন স্নাতকোত্তর এবং ১৭ জন ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনায় বিশেষ দক্ষতার জন্য বিভিন্ন স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্মের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের কথাও জানান তিনি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস; নিবন্ধক অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা, অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ, শ্রীমতী মালা সাহা প্রমুখ।

ডি.এস.সি প্রাপক শ্রী তুষার কাঞ্জিলাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যথেষ্ট আনন্দিত। তিনি বলেন, যেভাবে বিজ্ঞানীরা গ্রামের মানুষের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৌঁছে দিচ্ছেন এবং তাঁদের কাছে গিয়ে কাজ করছেন, তাতে আগামী দিনে প্রাণীপালন ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। তিনি বিজ্ঞানীদের আরও বেশি মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। আগামী দিনে আরও বেশি মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের কাজের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। আগামী দিনে প্রাণী চিকিৎসা ও মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার জন্য আরও কলেজ খোলার কথা জানান। তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ ঘন্টা ব্যাপী প্রাণীচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণীচিকিৎসা চলছে এখন। সকলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও বেশি করে গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান তিনি।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও সম্প্রসারণের কাজকর্ম সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ প্রকাশিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মানের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। উক্ত তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম স্থান অধিকার করেছে। উৎকর্ষতার জন্য ভারতের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষতার স্বীকৃতি পাওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে তিনি এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে আগামী দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম সারিতে স্থান পাবে।

সম্পাদকীয়

শুধুমাত্র আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যাপক অংশের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রয়োজন স্থানীয়ভিত্তিক প্রচলিত প্রযুক্তির মান উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ধারাবাহিক প্রয়োগ। Sustainable development বা বহমান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় আছে এমন অনেক প্রযুক্তি যা ব্যবহার করে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণীসম্পদের স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রাণী উৎপাদনের বহমানশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। আমাদের গ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদে খুবই উন্নত যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রাণীজগৎ হতে পারে আরও উন্নত। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই চলেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা।

আমাদের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে "মৎস্য ও প্রাণীপালন"পত্রিকার প্রকাশ। এটি গ্রামীণ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠক সমাজের কাছে প্রশংসিত হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। এই সংখ্যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা এবং স্ব-নিযুক্তি বৃদ্ধি। লেখাগুলি গ্রামীণ পত্রিকার পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

ছাগল ভেড়ার সংরক্ষণের উপর জাতীয় প্রশিক্ষণ

কেশব ধারা ঃ ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) এর আর্থিক আনুকূল্যে একটি দশ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণশালা অনুষ্ঠিত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাস হষ্টেলে গত ১৮ই জুলাই থেকে ২৭শে জুলাই ২০১৭। সারা দেশ থেকে প্রায় ২২জন সহঅধ্যাপক প্রাণীবিজ্ঞানী এই প্রশিক্ষণশালায় অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা মূলত দেশের ১২টি রাজ্য থেকে এসেছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য ডঃ ধরণী ধর পাত্র। প্রশিক্ষণশালার উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস বলেন ছাগল ও ভেড়ার প্রজাতিগত সংরক্ষণ আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক এবং এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রাণীবিজ্ঞানীদের জ্ঞানের বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ পাত্র বলেন আজকের দিনে কৃষির সঠিক বিকাশে উন্নত প্রজাতি সংরক্ষণ জরুরী। প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে ছাগল-ভেড়ার যে যেমন ভূমিকা তার প্রজাতিগত সংরক্ষণের বিজ্ঞানও তেমনি জরুরী। এই প্রশিক্ষণে ডাকার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাগত ভাষণে গবেষণা সম্প্রসারণ ও খামার অধিকর্তা সকল অংশগ্রহণকারীর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। দশ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্যের তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষিত করেন ছাগল ও ভেড়ার প্রজাতিগত সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সামগ্রিক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দশদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

পাঠকের কলম

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মৎস্য ও প্রাণী পালন' খামার পত্রিকাটি প্রকাশনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই ধরনের পত্রিকা আমাদের মতো খামারী বন্ধুদের সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন লেখা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে। রঙীন এই খামার পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণীপালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মৎস্য, প্রাণীপালন বা দুধের প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় আমাদের মত বেকার যুবকদের উৎসাহিত করতে মৎস্য ও প্রাণীপালন আরও অগ্রণী হবে এই প্রত্যাশা রাখছি। "মৎস্য ও প্রাণীপালন" এর সমৃদ্ধি কামনা করি।

কৌশিক ভট্টাচার্য্য উত্তর ২৪ পরগণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

বিকাশ কান্তি বিশ্বাস ঃ গত ২রা জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে। ঐ দিনের সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, আধিকারীক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের ডি.ডি.জি (শিক্ষা) ড. এন. এস. রাঠোর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস. কে. ঘোষ অনুষ্ঠানে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান দেওয়া অধ্যাপক টি. জে. আব্রাহাম, অধ্যাপক সমিত নন্দী ও ড. ইন্দ্রনীল সামন্তকে। সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা-মাতার সম্মানও দেওয়া হয় অধ্যাপক আব্রাহামকে। শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসেবে পুরস্কৃত হন শ্রী সন্দীপ গুপ্ত ও শ্রী অরিজিৎ দে। পুরস্কার বিতরণীর পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা শেষ হয় সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, শিক্ষক ও আধিকারীকদের অভিনীত একটি নাটকের মধ্যে দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই সপরিবারে সারাদিন ব্যাপী এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রাজ্যে প্রশাসনে যুক্ত প্রাণীচিকিৎসকদের আলোচনা সভা

অপরাজিতা বিশ্বাস ঃ গত ১৮ই মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার বিভাগের আয়োজনে ভেটেরিনারি কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়ার সভাগৃহে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে উপস্থিত ছিলেন ডব্লু. বি. সি. এস আধিকারীক (ভেটেরিনারিয়ান), রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারীকবৃন্দ, ফ্যাকাল্টির বিভাগীয় প্রধানেরা, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। মোট ১২০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত ৫জন ডব্লু. বি. সি. এস আধিকারীককে (ভেটেরিনারিয়ান) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ

বিশ্ববিদ্যলয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণের উদ্যোগে একটি তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল মৎস্যচাষীদের জন্য গত ৭-৯ মার্চ, ২০১৭, চকগড়িয়ার মৎস্যবিজ্ঞান অণুষদে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল "স্কিল আপগ্রেডেশন অফ্ ফিশার-ফোক্স, অন অ্যাকোয়া কালচার প্র্যাকটিসেস্ এন্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনিক্স্।" মোট ৪০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ তথা সচেতনতা অনুষ্ঠান হয় গত ১৫-১৭ মার্চ ২০১৭, মোহনপুরের দোহপ্রযুক্তি অণুষদে। এতে প্রশিক্ষণ নেন দোহ-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা। বিষয় ছিল "এম্পাওয়ারমেন্ট অফ্ রুরাল ফার্মার্স থ্রু ট্রাডিশনাল ডেয়ারি ফুড প্রসেসিং ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ্ এন্ট্রা প্রিনিউরশিপ্'। মোট ৪০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণীপালন

ডঃ নীলোৎপল ঘোষ
ডিন, প্রাণীচিকিৎসা ও প্রাণীপালন অনুষদ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক বিকাশে প্রাণীপালনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশের ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ৩২.৮৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং মানুষের সংখ্যা প্রায় ১২১ কোটি (২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)। এরমধ্যে শতকরা ৭২ জনেরও কিছু বেশি মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। ভারতের মোট প্রাণীসম্পদের প্রায় ৭০ শতাংশই প্রতিপালিত হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং কৃষি-মজুরদের পরিবারে। অন্যদিকে গ্রামের প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারের সঙ্গে প্রাণীপালন প্রথা জড়িত। তাই কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই প্রাণীপালন বৃত্তি। এই প্রাণীপালন গ্রামীণ মানুষের কাছে কর্মসংস্থান ও অর্থোপার্জনের এক অন্যতম বড় হাতিয়ার। অন্যদিকে পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধিতেও বিশেষ সহায়ক।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কৃষক পরিবারের মহিলা সদস্যরা কৃষি ও প্রাণীপালন বিষয়ক বিভিন্ন কাজগুলির অধিকাংশ করে থাকেন। এছাড়া চাষবাসের কাজ যখন থাকে না বা কম থাকে (বছরের সব সময় চাষবাসের কাজ একইরকম থাকে না) তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও প্রাণীপালনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। হরিয়ানার কারনাল জেলায় প্রাণীপালন ও কৃষির বিভিন্ন কাজে কৃষক পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি সমীক্ষা করা হয় (Dhaka et al., ১৯৯৫)। এই সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, প্রাণীপালনের বিভিন্ন কাজের ৬৪ শতাংশ করেন মহিলারা এবং ৩৬ শতাংশ করেন পুরুষরা; অন্যদিকে কৃষির বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে চিত্রটি ঠিক উলটো, ৬০ শতাংশ কাজ পুরুষরা ও ৪০ শতাংশ কাজ মহিলারা করে থাকেন। এইভাবে চাষবাস ও প্রাণীপালনের মাধ্যমে একটি পরিবারের শ্রমের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমাদের দেশ তথা গ্রামীণ পটভূমিতে কৃষির পরই সহায়ক আয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল প্রাণীপালন। ভারতে রয়েছে বিশাল সংখ্যক প্রাণীসম্পদ। ২০১২ সালের ১৯তম সর্বভারতীয় প্রাণীগণনা অনুসারে ভারতে মোট প্রাণীর সংখ্যা ৫২ কোটি ২১ লক্ষ (গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর, ইয়াক, মিথুন, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ও উট) এবং মোট পোলট্রির সংখ্যা ৭২ কোটি ৯২লক্ষ (মুরগি, হাঁস, কোয়েল, টার্কি ইত্যাদি)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতেই রয়েছে সব থেকে বেশি গরু, মহিষ ও ছাগল। এছাড়া ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে যথাক্রমে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এখানে পশুদের উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়া সত্ত্বেও দুধ উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভারত।

ভারতে বিভিন্ন প্রাণীজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব (২০১৫-১৬ সাল) এইরকম - দুধ এবং ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টন (১টন =১০০০ কেজি) এবং ডিম ৭৮৪৮ কোটি। এছাড়া রয়েছে মাংস, উল, প্রাণীর বিষ্ঠা (জৈবসার) ও পশুশক্তি যা কৃষিকাজে ও ভারবহনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে প্রাণীজাত দ্রব্যের মোটমূল্য ছিল প্রায় ৭৩৩০৫৪ কোটি টাকার মতো (সারণী-১)।

মূল্য (২০১৪-১৫ কোটিতে)

প্রাণীজাত দ্রব্য	মূল্য
দুধ	৪৯২২৭৩
মাংস	১৫০৭৫১
ডিম	২৩৯৬১
অন্যান্য -উল, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি	৬৬০৬৯
মোট	৭৩৩০৫৪

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি) ৪.৪ শতাংশই এসেছিল পশুপালন ক্ষেত্র থেকে। আমাদের দেশে প্রাণীসম্পদের অবদান দিন দিন বেড়েই চলেছে; অন্যদিকে কৃষির অবদান নিম্নমুখী। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে কৃষি থেকে এসেছিল আমাদের দেশের জি ডি পি-র ৩৪.৭২ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে কমে দাঁড়ায় ১৭.৪ শতাংশ। ঐ একই সময়ে পশুপালন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রায় একইরকম হয়েছে (৪ বা তার আশেপাশে)। অন্যদিকে আমাদের দেশের কৃষিজ জি ডি পি-র উপর প্রাণীসম্পদের অবদান (২৫.০৭ শতাংশ) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাণীপালন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ; এবং ভারতের প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের অবদান যথেষ্ট। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (স্টেট জি ডি পি) ৩.৮৯ শতাংশ প্রাণীপালন থেকে আসে এবং মোট কৃষি সম্পর্কিত উৎপাদনের ২০.৩৪ শতাংশ আসে প্রাণীপালন থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে গরুর সংখ্যায় তৃতীয় (দেশের ৮.৬৫% গরু এখানে রয়েছে) এবং ছাগল ও মুরগির সংখ্যায় চতুর্থ (দেশের ৮.৫১ % ও ৭.২৫% ছাগল ও মুরগি এখানে রয়েছে)। অন্যদিকে এই রাজ্যে প্রাণীজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব এইরকম - দুধ ৪৯ লক্ষ টন, মাংস ৬৫০ হাজার টন এবং ডিম ৪৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ। উৎপাদনের এই হিসাবে অনুযায়ী এই রাজ্য দেশের মধ্যে মাংস উৎপাদনে তৃতীয় এবং দুধ উৎপাদনে ১১তম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে এই রাজ্যে উৎপাদিত মোট দুধের মাত্র ২ শতাংশ দুধ সংগঠিত বাজারের মাধ্যমে বিক্রি হয়। এখানে মাথাপিছু দুধ উৎপাদনের হারও (১৪৫ গ্রাম প্রতিদিন) বেশ কম। মোট প্রয়োজনীয় মাংসের ৬৭ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়, বাকিটা অন্যরাজ্য থেকে আসে। ডিমের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দরকার ২ কোটি ২৫ লক্ষ, উৎপন্ন হয় ১ কোটি ৩ লক্ষ; অর্থাৎ এই রাজ্যে প্রতিদিন ডিমের ঘাটতি গড়ে ৯৫ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে নিরলস প্রচেষ্টা জারি রয়েছে প্রাণীসম্পদের বিকাশ ও প্রাণীজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীপালন ও প্রাণীচিকিৎসা সম্পর্কীয় পঠনপাঠন, গবেষণা, ট্রেনিং ও সম্প্রসারণের কাজ যথাসম্ভব সুচারুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে প্রাণীপালন ক্ষেত্রের প্রভাব দিন দিন বাড়লেও যোজনা বরাদ্দে এই বিভাগের বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। যোজনা বরাদ্দে এই বিভাগের আর্থিক বরাদ্দ ও গুরুত্ব আরও বেশি হওয়া দরকার। কৃষির সহায়ক বৃত্তি হিসাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের একটি বিকল্প হাতিয়ার হিসাবে প্রাণীসম্পদ বিকাশের কাজটিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে একযোগে এই কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। এর থেকে আরও যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে সেগুলি হল মহিলাদের সারাবছর কাজের সুযোগ অর্থাৎ একটি পরিবারের শ্রমের সদ্ব্যবহার, যে সব অঞ্চলে সারাবছরে একটি মাত্র ফসল তোলা যায় সেই সব অঞ্চলে চাষিদের উদ্বৃত্ত সময়ে উৎপাদনমুখী কাজের সুযোগ এবং শিক্ষিত বেকার যুবকযুবতীদের স্ব-নিযুক্তি কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। গ্রামীণ এলাকায় বহু মানুষ প্রাণীপালন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রাণীপালনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি অনেক মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে যায়। আর যেহেতু গ্রামীণ মহিলারা এই কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত রয়েছে তাই প্রাণীপালনের মাধ্যমে 'মহিলা স্বশক্তিকরণ' সহজেই করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব প্রাণীচিকিৎসা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৯শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী চিকিৎসা অনুষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের সহযোগিতায় পালিত হয় বিশ্ব প্রাণীচিকিৎসা দিবস-২০১৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ও বেলগাছিয়া - এই দুটি ক্যাম্পাসে পালিত হয়।

সকালে প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানে ৯টার সময় শুরু হয় টীকাকরণ। বিনামূল্যে জলাতঙ্ক রোগের টীকা দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। এছাড়া বিড়াল ও কুকুরের জন্য ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ শিবির। গরু ও ছাগলের টীকাকরণ ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয় ওই দিন। এই অনুষ্ঠানগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরাও পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, প্রাণীচিকিৎসা অণুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক অরুণাশিস গোস্বামী, DSW অধ্যাপক শুভাশিস বটব্যাল এবং অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ।

ওই দিনের অনুষ্ঠানের আর একটি পর্ব ছিল একটি আলোচনা সভা। সেটি অনুষ্ঠিত হয় ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়ার সভাকক্ষে। আলোচনার বিষয় ছিল 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স - ফ্রম অ্যাওয়ারনেস টু অ্যাকশন।' উক্ত আলোচনা চক্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ডা. সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী আই. ভি. আর. আই, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা; বরিষ্ঠা প্রাণী চিকিৎসক ডা. অঞ্জনা সিন্‌হা। উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. সঞ্জয় সাহা, ভেটেরিনারি কাউন্সিলের নিবন্ধক ডা. আনন্দমোহন চন্দ্র, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি ডা. মনোজিৎ তিওয়ারি।

অলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, যাতে আগামী দিনে অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক প্রয়োগ হয় এবং প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত জীবাণু যাতে উৎপন্ন না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া। উক্ত আলোচনা সভায় ১৫০জন ছাত্র, শিক্ষক, প্রাণী চিকিৎসক অংশ নেন। উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস তাঁর ভাষণে সকলকে আরও বেশি সচেতন হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। গ্রামীণ মানুষের অর্থনীতি আরও মজবুত করার জন্য প্রাণী চিকিৎসকদের এগিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। অধ্যক্ষ নীলোৎপল ঘোষ বলেন, আগামীতে আরও ভাল করে এই দিবসটি পালতি হোক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন জানান আরও বেশি করে বিনামূল্যে টীকাকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. সঞ্জয় সাহা বলেন, সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর আগামী দিনেও সবরকমের সহযোগিতা দেবে। সবাইকে একত্রে কাজ করে দিনটি আরও যথার্থ করার আহ্বান জানান তিনি। ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি ডা. মনোজিৎ তিওয়ারি বলেন, আরও বেশি করে নিয়মকানুন মেনে চিকিৎসা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভেটেরিনারি কাউন্সিলের নিবন্ধক ডা. আনন্দমোহন চন্দ্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কুকুরের জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী

শতাব্দী দাশঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে পথ-কুকুরদের নির্বীজকরণ কর্মসূচী। এই কাজের সূচনা হয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ১২ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় স্বপন দেবনাথ, তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, এম.এল.এ শ্রী সুজিত বসু, দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী পাঁচু রায় এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত অপারেশন থিয়েটার পরিদর্শন করেন। ঐ দিনই নির্বীজকরণ শুরু হয়। এই কর্মসূচী সারা বছর ধরেই চলবে।

ইন্‌পুট ডিলারদের ডিপ্লোমা কোর্স

সোমা গিরি ঃ DAES হায়দ্রাবাদ ও সামেটির উদ্দ্যোগে অশোকনগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। এই প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গবেষণা সম্প্রসারণ ও খামার অধিকর্তা অধ্যাপক অরুণাশীষ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন সামেটি নরেন্দ্রপুরের প্রধান ডঃ মানস ঘোষ।

মহিলা স্বনির্ভরতায় মাছ চাষ

অধ্যাপক ডঃ বিপুল কুমার দাস
অধ্যক্ষ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়, চক্‌গড়িয়া, কোলকাতা-৭০০ ০৯৪

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পারামত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যোগান দিতে উন্নত কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক শিল্পায়ন, উন্নত পরিকাঠামো নির্মাণ ও দ্রুত নগরায়ন আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের চাপে তা আরো প্রকট আকার ধারন করেছে। স্বাভাবিক কারণেই কৃষিভূমি ও জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমছে। অন্য দিকে কৃষিতে আধুনিক জৈব-প্রযুক্তি ও কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বিষাক্ত বর্জ পদার্থ, রাস্তাঘাটে ব্যাপক যানবাহন প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে চলেছে। এর ফলে জীব-বৈচিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব, বেশ কিছুদিন আগেও গ্রামে-গঞ্জের ছোট-বড় জলাশয়ে রুই-কাতলা ছাড়াও যেসব ছোট ও মাঝারি মাপের মাছ পাওয়া যেত তা এখন প্রায় দুঃস্প্রাপ্য। এইসব আসন্ন সংকট থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ শুধু কেতাবি কথা ও সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে সুসংহত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ, প্রাণী ও কৃষি-সম্পদের মিলিত চাষই আগামী দিনের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সঠিক কৌশল। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ফলে কম খরচে বেশি উৎপাদন সম্ভব যা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আমাদের দেশের নারীদের ভূমিকা এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। এর মূখ্য কারণ আজও তারা কুসংস্কার, আশঙ্কা, অসচেতনতা ও সর্বোপরি বঞ্চনার শিকার। আজ একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে, পরস্পর হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করা সম্ভব। কৃষিকার্যের সাথে মাছ চাষ করা এমন এক ধরনের কর্মপন্থা যেখানে নারীদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

কেন মাছ চাষ ঃ

১) আমাদের রাজ্যে ছোট-বড়-মাঝারী অসংখ্য খাল-বিল-পুকুর ও সুবিশাল সামুদ্রিক উপকূল অঞ্চল (প্রায় ১৫৮ কিলোমিটার) আছে যেখানে মাছই একমাত্র চাষ-যোগ্য ফসল।

২) আমাদের রাজ্যে মাছের চাহিদার তুলনায় যোগান এখনও কম। কাজেই মৎস্য চাষীরা মাছ বিক্রির জন্য অন্য রাজ্য বা বিদেশের বাজারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়।

৩) এই চাষের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ বা পথ খোলা আছে।

৪) মাছচাষের মাধ্যমে মৎস্যজীবি পরিবারের, প্রধানতঃ গ্রামীণ বেকার যুবক-যুবতীদের, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে যা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি।

৫) ছোট-বড়-মাঝারী অসংখ্য কানা-মজা খাল-বিল-পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের উপযুক্ত করে তুললে সেগুলিতে জল ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে স্বাদু জলের ভান্ডাড়ও বেড়ে যাবে ও কৃষিতে সেচের কাজে সেই জল ব্যবহার করে কৃষিকাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

৬) একই সঙ্গে প্রাণীসম্পদ, কৃষিসম্পদ ও জলসম্পদের সুসংহত ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৭) অপেক্ষাকৃত সহজ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই খুব সহজেই মাছ চাষ করতে পারে।

৮) মাছ চাষে প্রাথমিক ব্যয় শিল্প কর্মের তুলনায় অনেক কম যা অনায়াসেই যোগার করা সম্ভব।

৯) কম খরচে উৎকৃষ্ট ও সহজপাচ্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব।

১০) মাছ চাষের আগে বীজ সংগ্রহ করা বা বীজ উৎপাদন করা মেয়েদের পক্ষে অনেক সহজ ও আদর্শ রোজগারের পথ।

১১) মাছ চাষের সময় মাছের পরিপূরক খাবার তৈরী করা ও সেই খাবার নিয়মিত দেওয়া মেয়েদের পক্ষে সহজ কাজ।

১২) নতুন পুকুর তৈরী, পুরানো জলাশয় পরিষ্কার, চাষের সময় দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর হতে পারে।

১৩) উৎপাদিত মাছ বাজারে পাঠানো বা বিক্রি করার মাধ্যমেও কিছু যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হতে পারে।

১৪) মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মাছের বীজ বা চারা উৎপাদনের কাজেও প্রচুর যুবক-যুবতী কাজ পেতে পারে অথবা তারা নিজেরাই এই ব্যবসার মাধ্যমে পরিবারের রুটি-রুজির সংস্থান করতে পারে।

১৫) বিশেষভাবে মেয়েরা মাছ থেকে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য তৈরী বা বিক্রির মাধ্যমেও স্বনির্ভর হতে পারে।

মহিলাদের জন্য মাছ চাষের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ঃ

মাছ চাষ, মৎস্য-শিকার, সংরক্ষণ বা বীজ উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ করা সম্ভব নয়। যে সব ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী সেই সব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি হল -

- মাছ ধরার জাল বানানো।
- বাজারে মাছ বা মৎস্যজাত দ্রব্য বিক্রি করা।
- মাছের বিভিন্ন প্রকার রান্না বা রেসিপি উদ্ভাবন করা ও তা গৃহিনীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- মাছের বিভিন্ন প্রকার অন্য উপজাত দ্রব্য বানানো, শুকনো মাছ তৈরী করা ও সেগুলি বাজারজাত করা।
- মাছ ও মৎস্যজাত প্রাণীর বীজ সংগ্রহ, তাদের সনাক্ত করা বা বিন্নাস করা এবং বাজারজাত করার জন্য প্যাকেটে বন্দি করা।
- নৌকা বা ডিঙি বানানোর কাজে সাহায্য করা।
- মাছ ধরার পর তাদের সংরক্ষণের জন্য বরফ দেওয়া বা প্যাকেটে বন্দি করা।
- রঙিন মাছের চাষ ও বাজারজাত করা।
- অ্যাকোরিয়াম ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য যেমন ফিলটার, অক্সিজেন বা বায়ু দেওয়ার যন্ত্র তৈরী ও মেরামত করা বা অ্যাকোরিয়ামের জন্য আদর্শ গাছ ও সাজানোর উপাদান তৈরী করা।
- অ্যাকোরিয়াম সাজানো ও তাদের রক্ষণাবেক্ষন করা।
- অ্যাকোয়াপনিক্স তৈরী করা ও ছোট জলাধার বা ছোট ট্যাংকে ফুল বা সব্জির সাথে রঙিন বা অন্য মাছ চাষ করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী চাষের জলাশয়ে সময়মতো সার বা ঔষধ প্রয়োগ করা, ইত্যাদি।

মাছ চাষের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রমাণ অন্তরায় ঃ

মাছ চাষের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার পথে বিশেষ বিশেষ অন্তরায়গুলি হল -

- কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য বিশেষ কোন সরকারি প্রকল্প নেই, যার দ্বারা মাছ চাষের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করা যায়।
- খুবই কম সংখ্যক মহিলা আধিকারিক আছেন। তাছাড়া যাঁরা আছেন তারা মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভর করার কাজে বিশেষ নজর দেন না বা দেবার সুযোগ পান না।
- স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক পাঠ দেওয়ার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।
- মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- কেবলমাত্র মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে মাছ চাষ, সংরক্ষণ বা উপজাত দ্রব্য তৈরি করার কোনো পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা নেই।
- মাছের পরিপূরক খাবারের উপাদান সংগ্রহ ও তৈরি বা প্রাকৃতিক অনুখাদ্য উৎপাদনের কৌশল মহিলাদের হাতে-কলমে শেখানোর প্রতিষ্ঠানের অভাব।
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য, অনুদান বা লোন পাওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

পরিশেষে, আগামী দিনে মৎস্য চাষ, মৎস্য-শিকার, বা মৎস্য উপজাত তৈরী করে দেশের ও দশের পাতে মাছে যোগান দিতে নিরলস প্রচেষ্টায় মেয়েদের সুযোগ বিস্তারে মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে তথা সারা দেশে যে নীল বিপ্লবের সূচনা হয়েছে তা ত্বরান্বিত ও বাস্তবায়ন মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই অতি দ্রুততার সঙ্গে, বিশেষতঃ গ্রামীন মহিলাদের, এ কাজের উপযুক্ত করে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা ও সর্বোপরি তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করে এই বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে এ ব্যাপারে আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে।

পনির তৈরী

ডঃ প্রদীপ কুমার রায়
দুগ্ধ কারিগরী বিভাগ, দোহ প্রযুক্তি অনুষদ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর ক্যাম্পাস, নদীয়া

পনির তৈরীর পদ্ধতি অনেকটাই ছানা তৈরী পদ্ধতির মতো। পনির তৈরী করতে গেলে প্রথমে দুধটাকে কড়াইয়ে নিয়ে গরম করতে হবে। ফোটার আগের মুহূর্তে নামিয়ে নিয়ে একটু ঠান্ডা করতে হবে। (গরুর দুধের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০-৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত আর মোষের দুধের ক্ষেত্রে ৭০-৭৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত)। তারপর কোনো টক জাতীয় (সাধারণত লেবুর রস যাহার রাসায়নিক ফরমুলা - সাইট্রিক অ্যাসিড) পদার্থ দিয়ে দুধটাকে মেশাতে হবে। মেশানোর পূর্বে সাইট্রিক অ্যাসিড (অনেকটা সাদা নুনের মতো, কেবল জিহ্বাতে টক লাগে) জলে মিশিয়ে মিশ্রণটাকে দুধের তাপমাত্রাতে নিয়ে আসতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে দুধের চারিধার বরাবর ঢালতে হবে। সাথে সাথে হালকাভাবে নাড়াতে হবে। এমন সময় সাদা থকথকে ছানার মতো জিনিস ভেসে উঠবে আর সবুজ রঙের জল নীচে থাকবে। এই অবস্থায় অ্যাসিড ঢালা বন্ধ করে প্রায় ১০ মিনিট কোনোপ্রকার নাড়াচাড়া না করে স্থির রাখতে হবে। তারপর পরিষ্কার একটি চৌকো মসলিন কাপড় (অথবা থান কাপড়) ভালো করে জলে ভিজিয়ে নিঙড়িয়ে একটি চালানি পাত্রের উপর বিছিয়ে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে কড়া থেকে ছাড়া জাতীয় সাদা অংশ ছাকনি দিয়ে তুলে মসলিন কাপড়ের উপর রাখতে হবে। সবশেষে জল সমেত বাকী অংশটুকুও ঢেলে দিতে হবে। এরপর কাপড়ের চার কোনা চারদিক থেকে গুটিয়ে মাঝখানে রাখতে হবে। তারপর কাঠের পাটাতন দিয়ে তার উপর ভারী কিছু দিয়ে প্রায় ২০ মিনিট মতো রাখতে হবে। চাপের ফলে যেটুকু জল আছে সেটাও বেরিয়ে যাবে। তারপর কাপড় সরিয়ে সাদা রঙের একটি ইটের মতো দেখতে চৌকো পনির হবে। সেটাকে নিয়ে ঠান্ডা বরফগলা জলে প্রায় ২ ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে পনিরের টক ভাবটা ধুয়ে যাবে আর পনিরটা তার ঠাস বুনোন হবে ফলে ছুরি দিয়ে কাটার সময় ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করা যাবে। ছানার মতো নরম বা ভেঙে যাবে না। ফলে পনিরের ছোট টুকরো তেলে ভাজার সময় একই রকম থাকবে। পনির সাধারণত কাঁচা খাওয়া হয় না। পনির সাধারণত রান্না করে খাওয়া হয়। পনিরের বিভিন্ন পদ পাওয়া যায়, যেমন পালং পনির, বাটার পনির, মটর পনির, পনির পকোড়া ইত্যাদি। পনির সাধারণ তাপমাত্রায় ১ দিন থাকে। আর ফ্রিজে ১ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

ঘি তৈরীর পদ্ধতি ঃ

ঘি সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে বানানো যেতে পারে -

১) দুধ থেকে সর তুলে এবং তা জমিয়ে জমিয়ে একদিন সেই সরকে আঁচে ফুটিয়ে ঘি তৈরী করা হয়।

২) দুধ থেকে ক্রিম তুলে নিয়ে তা থেকে মাখন তৈরী করা। তারপর সেই মাখনকে আঁচে গরম করেও ঘি তৈরী করা যেতে পারে।

১মপদ্ধতি ঃ গরু অথবা মোষের দুধ অথবা দুটি দুধের মিশ্রণ থেকে ঘি তৈরী করা যায়। তবে ১ লিটার মোষের দুধ থেকে ঘি-এর পরিমাণ, ১ লিটার গরুর দুধের ঘির থেকে অনেকটাই বেশি পাওয়া যায়। যে ধরনের দুধ হোক না কেন দুধটাকে ভালো করে ফুটিয়ে খোলা হাওয়ায় ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে দিতে হবে। এর ফলে দুধের উপর একটা মোটা সর ভেসে উঠবে। চামচ অথবা ছান্তা দিয়ে আলতো করে দুধের উপর থকে সরটা তুলে একটা পাত্রে জমা করতে হবে। এক সপ্তাহ পরে জমা সরটাকে ধীমে আঁচে গরম করলে সর থেকে তেল জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে আসবে। সেটা ছেঁকে নিয়ে একটা শুকনো পাত্রে রাখতে হবে। (কাঁচের অথবা প্লাস্টিকের পাত্র হলে ভাল হয়)। মনে রাখতে হবে সর গরম করার সময় ভাল করে নাড়াতে হবে। মোষের দুধ থেকে তৈরী ঘির রঙ সাদা আর গরুর দুধ থেকে তৈরী ঘির রঙ সামান্য হলদেটে।

২য় পদ্ধতি ঃ জমানো সরটাতে বরফের টুকরো দিয়ে মন্থনদন্ড যা অনেকটা ডাল রান্না করার সময় কাঁটাকাঁটি দেওয়ার মতো, তবে কাঠের মন্থনদন্ড হলে ভালো। মন্থনদন্ড দিয়ে মন্থন করলে সর থেকে সাদা সাদা মাখনের শক্ত ডেলা ভেসে উঠবে। এবং জলীয় বস্তু সেটাকে আমরা ঘোল বলি আলা হয়ে যাবে। এরপর মাখনের ডেলাগুলোকে একত্র করে আগের পদ্ধতির মতো গরম করলে ঘি তৈরী হয়ে যাবে।

‘স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রথাগত দুগ্ধজাত দ্রব্য’

অধ্যাপক তরুণকান্তি মাইতি
ডীন, দোহ প্রযুক্তি বিজ্ঞান
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর ক্যাম্পাস, নদীয়া

ভারতবর্ষে দোহব্যবসা ও দোহপ্রযুক্তি বিজ্ঞান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকরণ হিসাবে স্বীকৃত। সভ্যতার আদিমকাল থেকেই দুধ ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের উপকরণ মানুষের মনে প্রলোভন জাগিয়ে এসেছে। আদিম সভ্যতার গোড়া থেকেই দুধ একটি সুষম খাদ্যরূপে কোন তুলনা ছাড়াই বিরাজমান। দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারের পুষ্টিগুণ অত্যধিক মাত্রায় হওয়ার দরুণ ছোট্ট শিশু থেকে গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ, প্রত্যেক লিঙ্গের মানুষের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। বর্তমান সভ্যতাতে ও দুধের চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই মহামূল্যবান খাদ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, দুধের গুণগত মানকে আরও উন্নত করা, দুধকে আরও সুস্বাদু করে তোলা ও মানুষের কাছে নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার দ্বারা নির্মিত হয়েছে নানাধরনের শিল্প কারখানা - যার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী করা হচ্ছে দুধ ও দুগ্ধজাত নানাবিধ খাবারহ। দুধ উৎপাদন ভারতের স্থান বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ১৮.৫ শতাংশ দুধই ভারতে উৎপাদিত হয় (২০১৫-২০১৬)। এ দেশে উৎপাদিত মোট দুধের বেশীরভাগটাই আসে গ্রাম অঞ্চল থেকে।

দোহ প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে কোন কোন চাষী অথবা বেকার যুবকেরা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত রয়েছেন। নিজস্বভাবে দুগ্ধ প্রস্তুতির কারখানা খোলার জন্য প্রথমত প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও বিপুল পরিমাণ অর্থ। এই পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ ও পরিকল্পনা করার ক্ষমতা গ্রামের বেশীর ভাগ চাষীদের নেই। যদিও বর্তমানে, স্বনির্ভর হওয়ার প্রকল্পে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি শর্তসাপেক্ষে লোন সরবরাহ করে।

গতানুগতিক বা প্রথাগত দুগ্ধজাত দ্রব্য (Traditional milk Products) আমাদের দেশে বহুবছর আগে থেকে প্রচলিত। দেশের বিভিন্ন অংশে তৈরী ভারতীয় মিষ্টি একটি বিস্তৃত পরিসরে পুরুষ, মহিলা, যুব ও বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। আজকাল আমাদের দেশে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিষ্টি ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। এই গতানুগতিক দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী, সুলভ মূল্যে মানুষের কাছে বিক্রয় করা খুবই সহজ ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দুধ থেকে তৈরী অন্য দুগ্ধজাত পদার্থ যেমন আইস্‌ক্রীম, মিল্কপাউডার, চীজ্‌, বেবীফুড, কনডেন্‌সমিল্ক ইত্যাদি তৈরী করার জন্য খুবই ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রপাতী প্রয়োজন যা সাধারণ বেকার যুবক যুবতী বা গ্রামীণ চাষীদের কাছে যথেষ্ট কষ্টকর।

গতানুগতিক বা প্রথাগত দুগ্ধজাত দ্রব্যের শ্রেণীকরণ ঃ

(১) ঘন/আংশিকভাবে ডেসিকেটেড দুগ্ধ পদার্থ ঃ ক) খোয়া, খ) রাব্‌ড়ি, গ) বাসুন্ডি
(২) তাপ এবং অ্যাসিড দ্বারা জমাটবদ্ধ দুগ্ধ দ্রব্য ঃ ক) পনীর, খ) ছানা
৩) গাঁজান দুগ্ধ পদার্থ ঃ ক) দই, খ) মিষ্টি দই, গ) চাক্কা, ঘ) শ্রীখন্দ, ঙ) শ্রীখন্ড ওয়ারি
৪) স্নেহজাত দুগ্ধ পদার্থ ঃ ক) ঘি, খ) মাখন, গ) মালাই
৫) হিমায়িত দুগ্ধ পদার্থ ঃ ক) কুলফি, খ) মালাই কা বরফ, গ) দুধ বরফ
৬) শস্যদানাভিত্তিক পুডিং (cereal based) ঃ ক) ক্ষীর, খ) পায়েস
৭) দুগ্ধ কনফেকসনস্‌ ক্ষোয়া থেকে তৈরী মিষ্টি ঃ ক) গোলাবজাম, খ) বরফি, গ) কালাকান্দ্‌
৮) দুগ্ধ কন্‌ফেকসনস্‌ ছানা থেকে তৈরী মিষ্টি ঃ ক) রসগোল্লা, খ) রসমালাই, গ) সন্দেশ
৯) দুগ্ধ কন্‌ফেকসনস্‌ ছানা ও ক্ষোয়ার সমন্বয়ে প্রস্তুত মিষ্টি ঃ ক) কালো জাম, খ) পানতুয়া
১০) রিফ্রেশিং পানীয় ঃ ক) লস্যি, খ) ছাচ্‌, গ) রাবড়ি
১১) বিবিধ দুগ্ধজাত দ্রব্য ঃ ক) রায়েতা, খ) দই বড়া

এই গতানুগতিক বা প্রথাগত দুগ্ধ দ্রব্যগুলির প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়ের জন্য SWOT বিশ্লেষণ ঃ

শক্তি (strength) ঃ

ক) এই প্রথাগত দুগ্ধদ্রব্যগুলি মানুষ খুবই আনন্দের সাথে গ্রহণ করে।
খ) সহজ উৎপাদন প্রযুক্তি ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।
গ) কটেজ স্কেলের জন্য দক্ষ শ্রমিক সহজলভ্য।
ঘ) উৎপাদন খরচ কম ও উচ্চমুনাফাযুক্ত।
ঙ) সহজেই আঞ্চলিক বাজার উপলব্ধ।
চ) স্বল্প পরিকাঠামো প্রয়োজন ও পরিচালন খরচ কম।
ছ) দ্রব্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মূল্য সংযোজন (value addition) করা যায়।
জ) উদ্বৃত্ত দুধের সহজ ব্যবহার।

দুর্বলতা ঃ

ক) বৈজ্ঞানিকভাবে নথিভুক্ত রাসায়নিক ও মাইক্রো বায়োলজিক্যাল প্রোফাইল বিশ্লেষণের অভাব।
খ) ম্যানুফ্যাক্‌চারিং অপারেশনগুলি মূলতঃ কুটির ও গার্হস্থ শিল্পের জন্য চিহ্নিত।
গ) দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরীতে জড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব।
ঘ) প্যাকেজিং ব্যবস্থার সামগ্রিক অভাব যা সংরক্ষণের জন্য গুরুতরভাবে সীমাবদ্ধ।
ঙ) গুণমান/আইনমান এবং গুণমান নিশ্চিত করুন সিস্টেমের অভাব।
চ) আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা।

সুযোগ ঃ

ক) নতুন মূল্য সংযোজন এবং বৈচিত্রতার জন্য সব বয়সের ক্রেতাদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।
খ) মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরাও সহজেই ক্রয় করতে পারে।
গ) জাতিগত বাজারে বিশেষ গ্রহণযোগ্য।

হুমকি ঃ

ক) নতুন উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সংবেদী মনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উপভোক্তাদের স্বীকৃত থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
খ) আধুনিক প্রযুক্তি উৎপাদনের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে।

স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত একান্ত প্রয়োজন ঃ

ক) স্থির বুদ্ধি ও একাগ্রতা
খ) লক্ষ্যে পৌঁছানোর আকাঙ্খা
গ) নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান।
ঘ) পরিবারের সহযোগীতা।
ঙ) দোহ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যথাসম্ভব ব্যবহার।
চ) প্রয়োজনীয় নির্মানাগার গড়ে তোলা।
ছ) যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধের আমদানী করা।
জ) নূন্যতম যন্ত্রপাতী ব্যবহার করা।
ঝ) যথাসময়ে দ্রুত প্রস্তুত করা ও ঠিক সময়ে সরবরাহ করা।

আজকে গ্রামের অনেক চাষীরা এবং বেকার যুবক-যুবতীরা দোহপ্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার তৈরী করার মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে শিখেছে। তারা নিজ বুদ্ধি ও প্রচেষ্টায় নিজের পরিবার স্বজনকে সমস্ত অভাব অনটন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এনে দিয়েছে এক শান্তির হাসি। আবার কেউ কেউ গড়ে তুলেছে নিজস্ব মিষ্টান্ন ভান্ডার। যাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে, তারা দুগ্ধজাত পদার্থ অর্থাৎ ছানা, পনির, ঘি, রসগোল্লা ইত্যাদিকে ভিন্ন শহরে বা দূরদূরান্তে দেশে ও বিদেশে রপ্তানী করছে। এভাবে গ্রামবাসীগণ বিশেষত চাষীগণ আজ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। যদিও এ ব্যাপারে প্রাথমিক অর্থ তারা গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিচ্ছে এবং তারা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পর তা যথাসময়ে ফেরত দিয়ে আজ সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হয়েছে। আজ দোহ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের নিরলস প্রচেষ্টায় নিরীহ গ্রাম্য চাষীরাও যথেষ্ট অর্থের মুখ দেখছেন, তারাও আজ মানুষের মত মানুষ হয়ে, স্বনির্ভরতার সাথেই বসবাস করছেন। আজ ‘দোহ প্রযুক্তি বিজ্ঞান’ মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে যে শুধুমাত্র এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বইচ্ছায়, স্বপ্রচেষ্টায় স্বনির্ভর লাভ করা আয়।

তফশিলী উপজাতি মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নের স্বার্থে সহজ ও উন্নত উপায়ে কেঁচোসার তৈরি

কৌশিক পাল ঃ বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার আগুইবনী, লোধাশুলী ও পাটাশিমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী উপজাতিদের জীবিকার মানোন্নয়নের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যথা NAIP ও RKVY এর মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে তাদের কার্যক্রম করে চলেছে। তেমনি, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া উপজাতি বাসিন্দাদের আর্থিক, সামাজিক ও কৃষির উন্নতির স্বার্থে সহজ ও উন্নত উপায়ে কেঁচোসার তৈরির প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। সেই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীভাই বোনেদের কেঁচোসার তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন।

কেঁচোসারের গুরুত্ব ঃ

১) ঘরোয়া, কৃষিজ ও গৃহস্থালীর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে অতি সহজে কেঁচোসার তৈরি করা যায়।
২) অর্থনৈতিক খরচা কমানোর পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করে।

৩) মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪) মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৫) মাটির শারীরিক ও রাসায়নিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কেঁচোসার তৈরির সাফল্যের কাহিনী

ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাসিন্দা রূপালী সোরেন, আলমনী সোরেন, পঞ্চমী সিং, সরস্বতী সোরেন, বকুল রায়, সুনিতা মুর্মু, উত্তরা পাতর, গিরিবালা দেউরী ও আরও অনেকে কেঁচোসার তৈরি করে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন। তারা জানান যে, প্রথমে কেঁচোসার তৈরির জন্য চৌবাচ্চা ও ছাউনি, কেঁচো বেড তৈরির জন্য উন্নতমানের কেঁচো ও প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত RKVY প্রজেক্ট থেকে পেয়েছেন। তারা আরও জানান যে, ৪৫-৫০ দিনের মধ্যেই কেঁচোসার তৈরি হয়ে যায় এবং সাত টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি করেন। কিছুটা পরিমাণ কেঁচো সার তারা গৃহস্থালী বাগান তৈরির জন্য ব্যবহার করেন এবং গৃহস্থালী বাগান তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রশিক্ষণও তারা সংশ্লিষ্ট প্রজেক্ট থেকে পেয়েছেন বলে জানান। বছরে কেঁচো সার তৈরির মাধ্যমে তারা ৮০০০-১০০০০ টাকা আর্থিক লাভ করে থাকেন। এই প্রকল্পের তদারকিতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস এলাকার জনসাধারণকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেঁচোসার তৈরিতে আহ্বান জানান।

মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র একনজরে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এর জন্মলগ্ন থেকে এই জেলার গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে নিরন্তন বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এছাড়াও প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্য শিবির এর মাধ্যমে কৃষক সমাজে সচেতনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সারা বছর ধরে। এই কেন্দ্র প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করে চলেছে ফারমার্স ক্লাব, সেল্প হেল্প গ্রুপ, এন জি ও, ফারমার্স প্রডুওসার অর্গানাইজেসন, ফারমার্স ক্লাব ফেডারেশন তৈরীর জন্য এবং এদের সদস্যদের সাথে সবসময় যোগাযোগ করে চলেছে যাতে এই সমস্ত সংস্থাগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। এই কেন্দ্র সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর, নাবার্ড, জেলা ও জেলার উন্নয়ন কেন্দ্র, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতিরাজ এর সাথে করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের থেকে কৃষক সমাজের অংশীদারিত্ব ও ভাগীদারিত্ব বাড়ান এবং আধুনিক প্রযুক্তির পরিচিতি ও মেলবন্ধন খাটিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো যায়।

এই কেন্দ্রের কিছু সফল কর্মসূচী ঃ

- কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নাবার্ড এর আর্থিক সহায়তায় বিগত বছরগুলিতে ১৫টি ফার্মার্স ক্লাব, ১টি ফার্মার্স ক্লাব ফেডারেশন, ১০টি ফার্মার্স প্রডুওসার অর্গানাইজেশন তৈরী করেছে। এগুলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছে।
- বিগত দুই বছরে নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় ৫৬টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছে যাতে এই জেলার ১১২০জন গ্রামীণ যুবক-যুবতী ও কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সাফল্যের সাথে জীবিকা নির্বাহ করছেন।
- এই কেন্দ্র আতমার সহায়তায় কেন্দ্রের মাঠে ও কৃষকের মাঠে উন্নত প্রজাতির ওলের বীজ উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।
- বিগত ২০১৬-১৭ আর্থিকবর্ষে মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বজ্জনস্তুন্দ ত্রত্তস্তুন্নগুক্ত এর অধীনে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে, এবং (৭০) জন আদিবাসী কৃষককে আধুনিক কৃষি যন্ত্র দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে।
- বিগত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে আমরা ১টি কৃষি প্রযুক্তি সপ্তাহ, ১টি কৃষি মেলা, ১টি প্রাক খারিফ ও ১টি প্রাক রবি সম্মেলন উৎযাপন করেছি। এই অনুষ্ঠানগুলিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক কৃষক ভাই ও বোন অংশগ্রহণ করেছেন। এদেরকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সাথে পশুপালন ও মৎস্য চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে।
- এই কেন্দ্র জেলার প্রথম কৃষি ইনপুট বিক্রেতাদের জন্য ১ বছরের Diploma Course MANAGE এর সহায়তায় শুরু করেছে। সেটি সাফল্যের সাথে সংগঠিত হয়ে চলেছে।
- এই কেন্দ্র কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করে তাদের মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করে চলেছে।
- কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বিগত বছরগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তো উৎপাদনের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে। এর সাফল্যের উপর নির্ভর কর এ বছর এটিকে OFT আকারে কৃষকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
- বিগত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে, এই কেন্দ্র নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় ১২০ কৃষককে কলাই চাষের উপর তৈরী করেছে এবং ১২০ বিঘা জমিতে কলাই চাষের উপর Master Trainer তৈরী করেছে এবং ১২০ বিঘা জমিতে কলাই চাষের উপর প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরী করেছে।
- NFSM & NMOOP এর অধীনে এই কেন্দ্র বিগত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে মোট ২১০ হেক্টর জমিতে তৈলবীজ ও ডাল শস্যের গুচ্ছ সম্মুখ সারির প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী করেছে।
- গত বছর ৬০ জল যুবকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নারিকেল চাষের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে নারিকেল পাড়ার যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল।
- Jute I-Care Project এর মাধ্যমে সরকারি অনুদানে সংশোধীত উন্নত মানের পাটের বীজ ৪৫০০ চাষীকে প্রদান করেছে ও বিনামূল্যে CRIJAF সোনা পাউডার বিতরণ করেছে।
- Jute I-Care Project এর মাধ্যমে সরকারি অনুদানে সংশোধীত উন্নত মানের পাটের বীজ ৪৫০০ চাষীকে প্রদান করেছে ও বিনামূল্যে CRIJAF সোনা পাড
- এই কেন্দ্র কৃষি দপ্তরের সহিত যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে কৃষকদের KCC কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।
- আমরা বিভিন্ন ব্লকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার জন্য সচেতনতা শিবির করেছি যাতে জেলার চাষীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের ক্ষতিপূরণ পায়।
- আমরা জেলার বিভিন্ন ব্লকে ও Adopted Village এ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ক্যাম্পেন করে চলেছি এতে জনজীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে।
- এই কেন্দ্রের সেলস্ কাউন্টার হতে স্বল্প মূল্য কেঁচোসার, উন্নত জাতের মুরগী (আর. আই. আর ও বনরাজা), উন্নত জাতের হাঁস (খাঁকি ক্যাম্পবেল) ও ভিয়েতনাম কই, মনোসেক্স তেলাপিয়া ও রঙীন মাছ, ফল ও সব্জীর চারা বিক্রি হয়।

পশু খাদ্য হিসাবে মিশ্র ঘাসের চাষ

মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও আঞ্চলিক গো-খাদ্য উৎপাদন এবং প্রদর্শন কেন্দ্র, কল্যাণী এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর সবুজ পশু খাদ্যের চাষের উপর সম্মুখ সারির প্রদর্শন ক্ষেত্র করে থাকে। গত ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে কয়েক্স ১২ কে.জি., জোয়ার (Sorghum) ২৭ কে.জি ও গাইমুগ (Ricebeans) ১২২ কে.জি এর বীজ ফার্মার্স ক্লাবের অন্তর্গত ৭২ জন চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

পশু পালকের প্রতিক্রিয়া - সবুজ ঘাস খাওয়ানোর ফলে ১২-১৮% দুধের পরিমাণ বাড়ে, দেহের ওজন বাড়ে, খাদ্য সহজে হজম হয়, দানা খাদ্যের পরিমাণ তুলনামূলক কম লাগে ইত্যাদি। যার ফলস্বরূপ পশুচাষীদের ঘাস চাষের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। এই আর্থিক বছরে (২০১৬-১৭) ভুট্টা (Maize) ৯০ কে.জি ও গাইমুগ ৭৫০ কে.জি এর বীজ একইভাবে ১৫৩ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই বছর মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরীক্ষামূলক ভাবে শিম্বগোত্র ও অশিম্বগোত্র জাতের ঘাসের মিশ্র চাষের উপর কাজ করছে। কারণ শিম্বগোত্র ঘাসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী দুধের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস

এই দিনটিতে ৯ই আগস্ট ২০১৬ সালে আদিবাসী কৃষক ভাইদের নিয়ে সন্ন্যাসীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ট্রেনিং এবং সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং আদিবাসী চাষীভাইদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে গবাদি পশুদের একটি টীকাকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস

এই কেন্দ্র উক্ত দিনটি প্রতি বছর ৫ই ডিসেম্বর অতি উৎসাহের সাথে পালন করে। বিগত বছরে এই দিনটিতে মোট ২৫টি মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এই দিনটিতে জি. কেশব রাও, ডি. ডি. এম নাবার্ড ও জেলার অন্যান্য চাষী ভাই ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মাটির স্বাস্থ্যের সচেতনতার একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মৎসচাষী দিবস

এই কেন্দ্রের উদ্যোগে এই বছর জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস ১০ই জুলাই, ২০১৭-এ পালিত হল। এই উপলক্ষে ৫০ জন মৎস্যচাষী ভাইদের নিয়ে বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সমীরণ পাত্র মহাশয় একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ড. উত্তম রায় এই দিনটির পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন এবং কিভাবে আজ আমরা বিভিন্ন মাছের চারা উৎপাদন করতে পেরেছি তাও তিনি এই অনুষ্ঠানে জানান।

বিশ্ব ভেটেনারি দিবস পালন

এই কেন্দ্র শনিবার, ২৯শে এপ্রিল ২০১৭-এ উক্ত দিবসটি ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে টীকাকরণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টীকাকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। ১১৭টি গরু ও মহিষকে FMD ৩০৯ টি ছাগলকে ত্নত্নত্ন ১২৭টি মুরগীকে RD ও ৭১টি হাঁসকে DP এর টিকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বি. পুরকায়েত, বি.এল.ডি.ও., ভগবানগোলা-২ ব্লক।

প্রাণী খাদ্যে খনিজ লবণের উপকারিতা

খাদ্যে খনিজ লবণ ব্যবহার করলে বাংলার ছাগলের ক্ষেত্রে সদ্যজাত বাচ্চার ওজন বাড়ে (১.১৭ কে.জি গড়ে) ও বেঁচে থাকার প্রবণতা বাড়ে (৯২-৯৬%) এবং গরুর ক্ষেত্রে দুধের পরিমাণ (৩০০-৫০০ এম.এল/গরু/দিন) ও গুণগত মান বাড়ে, সঙ্গে দুধ দেওয়ার সময়ও বাড়ে (২১-২৬ দিন/গরু)

পার্থেনিয়াম সচেতনতা সপ্তাহ

পার্থেনিয়াম পরিবেশের পক্ষে একটি খুব বিপজ্জনক উদ্ভিদ, তাই এই উদ্ভিদ থেকে জনসাধারণকে সচেতন করতে ১৬ থেকে ২২ আগস্ট একটি পার্থেনিয়াম সচেতনতা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথম দিনে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের পরে দ্বিতীয় দিন থেকে কৃষক ভাইদের মাঠের পার্থেনিয়াম নির্মূল করা হয়।

বিশ্ব অরণ্য সপ্তাহ

এই কেন্দ্র ১৪ থেকে ২০ই জুলাই বিশ্ব অরণ্য সপ্তাহ পালন করে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চাষী ভাইয়েরা অংশগ্রহণ করে। আমরা অনুর্বর জমিতে আরও বেশী করে গাছ লাগানোর লক্ষ্য স্থির করি এবং এই কেন্দ্র প্রত্যেক কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে একটি করে গাছ লাগায়।

জানতে চাই

প্রশ্ন ঃ আমি ক্ষুদ্র ছাগল চাষী। আমার একটি ছোট ছাগল কেন্দ্রআছে এবং এই ছাগল কেন্দ্রের আয় থেকে আমার পরিবার চলে। আমি আমার ছাগল কেন্দ্রকে বড় করতে চাই। বিস্তারিত কি ব্যবস্থা আছে জানালে বাধিত হব।

সুমিত পাল, মেদিনীপুর।

উত্তর ঃ আপনার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার ছাগল কেন্দ্রকে বড় করতে হলে আপনাকে স্থানীয় ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে সরকারীভাবে দেওয়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এছাড়া জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র অথবা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণ, বেলগাছিয়া, কলকাতাতেও যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমি একজন প্রান্তিকচাষী।কৃষি কাজের পাশাপাশি প্রাণীপালনের কাজও করি। আমি গরু পালন করতে আগ্রহী। গরুর কোন প্রজাতির পালন লাভজনক হবে জানালে বাধিত হব।

পরেশ দাশ, উত্তর ২৪পরগণা।

উত্তর ঃ গরু পালন স্বাভাবিক ভাবেই লাভজনক। বর্তমানে ভারতে প্রায় অনেক স্বীকৃত প্রজাতির গরু আছে। লাভের দিক বিবেচনা করলে 'সংকর' জাতিই ভালো। এরা অধিক দুগ্ধবতী।

অধ্যাপক অরুণাশিস্ গোস্বামী, অধিকর্তা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭, ক্ষুদিরাম বসু সরণী, কলকাতা - ৭০০০৩৭ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, সম্পাদক ঃ ডঃ অরুণাশিস্ গোস্বামী। মুদ্রণে ঃ মেসার্স এস. দত্ত, ৫৮/১, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৭, চলভাষ ঃ ৯৮৩০২৫৬৪২২